بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১ শ্রাবণ ১৪৩২
১৬ জুলাই ২০২৫

বাণী

প্রথমবারের মতো আজ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জুলাই শহীদ দিবস। এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের শৃঙ্খল থেকে জাতিকে মুক্ত করার আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদকে।

১৬ জুলাই ২০২৪ ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা বিলোপের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের গুলিতে ও সন্ত্রাসীদের হামলায় এই দিনে চট্টগ্রাম, রংপুর ও ঢাকায় অন্তত ছয় জন শহীদ হন। ক্ষণজন্মা অকুতোভয় এই বীরদের আত্মদান আন্দোলনে তীব্র গতির সঞ্চার করে। প্রতিবাদে দেশজুড়ে রাজপথে নেমে আসে লাখো শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতা। আন্দোলনের তীব্রতার সাথে বাড়তে থাকে শহীদদের সংখ্যা। বৈষম্য ও কোটাবিরোধী আন্দোলন অচিরেই রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। সর্বস্তরের মানুষের দুর্বার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় স্বৈরাচার। হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে হয় মুক্তির নতুন সূর্যোদয়।

আমাদের জুলাই শহীদরা চব্বিশের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে এক মহাকাব্যিক বীরত্বগাথা রচনা করে গেছেন। শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের অবদানকে সমুন্নত রাখতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরেই তাদের ও তাদের পরিবারের কল্যাণে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে এবং শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' এবং 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয়েছে। জুলাই শহীদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত ও গেজেটে প্রকাশের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিটি শহীদ পরিবারকে এককালীন ৩০লাখ টাকা ও মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আহত জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণেও অনুরূপ নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জুলাই শহীদরা স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই সুযোগকে কাজে লাগাতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জুলাই এর চেতনাকে ধারণ করে নতুন বাংলাদেশের পথে দৃপ্ত পদভারে একযোগে সকলে এগিয়ে যাবো- আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৬ জুলাই শুধু একটি তারিখ নয়। এটি একটি জাগরণের, বিপ্লবের নাম। ২০২৪ সালের এই দিন ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশকে একটি নতুন পথে পরিচালিত করেছিল। এর অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রতিভাবান শিক্ষার্থী, আমাদের প্রিয় শহিদ আবু সাঈদ। বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গ আমাদের সকলের জন্য দিকনির্দেশক ও প্রেরণাদায়ক। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আবু সাঈদের প্রথম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে শিক্ষার্থীরা সবসময় ছিলো অগ্রসৈনিক। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে কোটা সংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী লড়াই-সবখানে শিক্ষার্থীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান এই ধারাবাহিকতারই একটি যুগান্তকারী সংযোজন।

এই নবজাগরণে শহিদ আবু সাঈদের আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-প্রত্যেক অগ্রগতির পেছনে থাকে কিছু সাহসী মানুষের ত্যাগ, যাঁরা নিজের জীবনের চাইতে বড় করে দেখেন জাতির ভবিষ্যতকে। শহিদ আবু সাঈদ সহ এই আন্দোলনে শহিদ দেড় হাজারের অধিক তরুণ-তরুণী, যাঁরা নিজেদের রক্তে রাঙিয়েছেন দেশের মাটি, তাঁদের সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারকে জানাই সহমর্মিতা ।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, শহিদ আবু সাঈদের স্বপ্নের বাংলাদেশ হবে একটি মানবিক, ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র। যেখানে গ্রাম আর শহরের মধ্যে থাকবে না বড় তফাত। ঢাকার বাইরেও গড়ে উঠবে উন্নয়নের নানান স্থাপনা। সেই বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের স্থান হবে অগ্রগতির অগ্রভাগে, নেতৃত্বে থাকবে মেধা ও মননের উৎস বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিদ্যাপীঠ ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে-শিক্ষার্থীরা শুধু সনদ অর্জনের জন্য নয়, বরং সমাজ বদলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত। আশা করি এই বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে হবে প্রগতির বাতিঘর ।

শহিদ আবু সাঈদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই ।

Asif Nazrul

প্রফেসর ড. আসিফ নজরুল

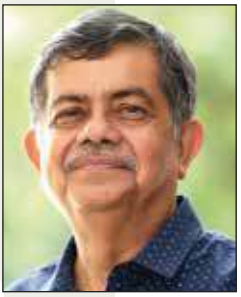

উপদেষ্টা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রংপুরের সাহসী তরুণ আবু সাঈদের প্রথম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় 'জুলাই শহিদ দিবস' পালন করছে এবং তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই আয়োজন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয় বরং বাংলাদেশের ইতিহাসেও এক অনন্য মাইলফলক।

ঠিক এক বছর আগে শিক্ষা, অধিকার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে দুর্বার ছাত্র-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার অগ্রভাগে ছিলেন রংপুরের ছেলে আবু সাঈদ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সেই অগ্নিঝরা দিনে, ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই, তিনি প্রাণ উৎসর্গ করে আমাদের মনে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বীর সৈনিক শহিদ আবু সাঈদের আত্মত্যাগে বলীয়ান হয়ে এই দিনটি "জুলাই শহিদ দিবস" হিসেবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই সেই সকল তরুণ যুবকদের, যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা বেঁচে আছেন আমাদের চেতনায়, সাহসে এবং প্রতিরোধে। জুলাই বিপ্লবে আহত সকল শিক্ষার্থীদের প্রতিও গভীর সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মহতী উদ্যোগ, স্মরণিকার প্রকাশ এবং দিনব্যাপী আয়োজনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এই স্মরণিকা হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক ঐতিহাসিক দলিল, যা প্রমাণ করবে-বাংলাদেশ তরুণ সমাজ কেবল স্বপ্ন দেখে না, প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মনন বিকাশের পাশাপাশি জাতির জন্য আত্মত্যাগে বলীয়ান হতে শেখাবে এই প্রত্যাশা রাখি।

আমি আশা করি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞানার্জন করে শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও মনন দিয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার

উপদেষ্টা
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০২৪ সালের ১৬ জুলাই। এই তারিখটি দেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনাবিন্দু যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক নির্ভীক, দুর্বার এবং গণমুখী জুলাই আন্দোলনের স্মারক হিসেবে। এদিন স্বৈরাচারের বুলেট কেড়ে নিয়েছে একজন অনন্য যোদ্ধা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী শহিদ আবু সাঈদকে। আবু সাঈদ একটি বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে দিয়ে গিয়েছেন নিজের জীবন।

আজ ১৬ জুলাই ২০২৫। সময়ের নিয়মে এক বছর পেরিয়ে গেলো চোখের পলকে। তবে আবু সাঈদের আত্মত্যাগের রক্তিম রেখা আমাদের জাতীয় স্মৃতিতে আজও অম্লান। তাঁর আত্মত্যাগ নিছক একটি গণআন্দোলনের অংশ ছিল না; এটি ছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোয় বিরাজমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ, এক মানবিক বিপ্লবের সূচনা।

এই বীর সন্তানের স্মৃতিকে ধারণ করে, আজ তার বিদ্যাপীঠ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো পালন করছে শহিদ আবু সাঈদের শাহাদত বার্ষিকী। আমি এই মহতী উদ্যোগের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত স্মরণিকাটি কেবল আবু সাঈদসহ জুলাই বিপবের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিই নয়, বরং এটি হবে একটি স্মৃতিচারণ ও তথ্যভিত্তিক দলিল। যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে মানবিকতা, সাহস এবং ন্যায়ের পথে অটল থাকার জন্য।

এই বিশেষ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই শহিদ আবু সাঈদের বিদেহী আত্মার প্রতি। তাঁর পরিবার, সহপাঠী, শিক্ষক ও আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার সমবেদনা ও কৃতজ্ঞতা। আমি বিশ্বাস করি, শহিদ আবু সাঈদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা যে আদর্শ নিয়ে জীবন দিয়েছেন, তা শুধু এক দিনের স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এই আদর্শ হোক আমাদের প্রতিদিনের প্রেরণা। আমাদের তরুণ সমাজ যেন এই চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের আলোকিত করে, দেশের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়-এটাই জুলাই শহিদ দিবসের প্রত্যাশা।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

উপদেষ্টা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১ শ্রাবণ ১৪৩২
১৬ জুলাই ২০২৫

বাণী

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু জনগণের অব্যাহত সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষা সত্ত্বেও অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে সুবিচার, মর্যাদাপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরিক্রমায় ১৬ জুলাই শহিদ আবু সাঈদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এক অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছে যায়। তাই 'জুলাই শহিদ দিবস' উদযাপনের গভীরেই এই দিনটির তাৎপর্য নিহিত।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই আবু সাঈদ এবং তাঁর সহযোদ্ধা সকল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি, যারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আত্মত্যাগ করে বাংলাদেশকে গঠনের নতুন একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল তরুণ প্রজন্মের আত্মজাগরণের উন্মেষ। তাঁরা প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করেছিল এবং সমাজকে ন্যায়ের পথে ধাবিত করেছিল।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান একটি নৈতিক পুনর্জাগরণের সূচনা করেছে। এটি শিক্ষা দিয়েছে যে, সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে তরুণেরা স্বভাবতই অগ্রণী এবং নির্ভয়। এই গণঅভ্যুত্থান একটি নৈতিক পুনর্জাগরণের সূচনা করেছে। এটি শিক্ষা দিয়েছে যে, সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে কখনোই ভয় পাওয়া যায় না।

আমি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মহতী উদ্যোগ-স্মরণিকা প্রকাশের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ উদ্যোগ কেবল একটি দিনের স্মৃতি ধরে রাখবে না, বরং গণঅভ্যুত্থানের আদর্শ ও আবেগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে।

আসুন, আমরা সবাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও অগ্রসর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। শহিদ আবু সাঈদ-এর স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপ পায়-এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক

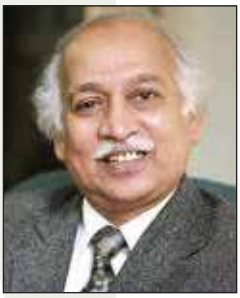

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৯ আষাঢ় ১৪৩২
১৩ জুলাই ২০২৫

বাণী

১৬ জুলাই ২০২৪-এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী শহিদ আবু সাঈদ তাঁর রক্ত দিয়ে যে সংগ্রামের বীজ বপন করেছিলেন, তার অঙ্কুরোদগম আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি একটি নতুন, সাম্যভিত্তিক, ন্যায়ের সমাজ বিনির্মাণের অভিযাত্রায়।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব, ইংরেজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদ কেবল একজন আন্দোলনকারী নন-তিনি ছিলেন একটি আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর আত্মদান শুধু একটি শিক্ষার্থী আন্দোলনের জন্য নয়, বরং একটি বৈষম্যমুক্ত, অংশগ্রহণমূলক, মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্নকে দৃশ্যমান করে তোলে। তাঁর সাহস, চিন্তার প্রখরতা ও নেতৃত্বের দীপ্তি ছিল দেশের ছাত্র সমাজের জন্য এক নবজাগরণের ঘণ্টাধ্বনি।

বর্তমান সরকার ১৬ জুলাইকে 'জুলাই শহিদ দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এটি কেবল আবু সাঈদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান জানানোই নয়; বরং তা সংগ্রামী অধ্যায়কে চিরস্মরণীয় করে রাখার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার। দেশের তরুণদের এই দিনটি আমাদের শিক্ষা, ন্যায়বিচার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নতুন উদ্যমে পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শহিদ আবু সাঈদের প্রথম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভকামনা রইলো। শহিদ আবু সাঈদ -এর আদর্শ বেঁচে থাকুক প্রতিটি শিক্ষার্থীর চেতনায়, প্রতিটি শিক্ষক- গবেষকের মননে এবং প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ববোধে

প্রফেসর ড. এস. এম. এ. ফায়েজ

সিনিয়র সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ইতিহাসে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এক অনন্য মাইলফলক। এই আন্দোলনের ফলে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান কেবল একটি অনুঘটক ছিল না-এটি ছিল ন্যায়ের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে এবং একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার। এই আন্দোলনের অগ্রসৈনিকদের অন্যতম ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্র শহিদ আবু সাঈদ। তিনি ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে, একটি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পথে নেমে এসে জীবন বিলিয়ে দেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ অনাগত প্রজন্মের জন্য দীপ্ত প্রেরণা হয়ে থাকবে।

২০২৫ সালের ১৬ জুলাই শহিদ আবু সাঈদের প্রথম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত "জুলাই শহিদ দিবস" শুধু স্মরণ ও শ্রদ্ধার দিনই নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যৎ গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। এ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় মতামত পেশ করতে পেরে আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ।

জুলাই আন্দোলন প্রমাণ করে দিয়েছে- যখন দেশের ছাত্রসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, তখন ইতিহাস নতুন পথ খুঁজে নেয়। একটি অরাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা দেখিয়েছে, ন্যায়ের পক্ষে সংগঠিত হয়ে দাঁড়ানো কখনোই বৃথা যায় না। শহিদ আবু সাঈদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যেখানে মেধা, মানবতা ও সাম্যের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

এই আন্দোলনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো- এটি আমাদের উচ্চশিক্ষা ও জাতীয় নীতির মাঝে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের সোচ্চার ভূমিকা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ন্যায় ভিত্তিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এসেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, উচ্চশিক্ষা শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি মানবিক, দায়িত্বশীল ও চিন্তাশীল নাগরিক গঠনের একটি কার্যকর প্রক্রিয়া।

এই উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতের বর্তমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরতে চাই। বর্তমানে দেশে পঞ্চান্নটির বেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় একশত এর অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গবেষণাভিত্তিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারিকুলাম চালু করা হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি শহিদ আবু সাঈদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর সাহস, আত্মত্যাগ ও নেতৃত্ব দেশের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। একইসাথে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্মরণিকা প্রকাশনায় যুক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে শহিদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করি ।

১৮/৭/২০২৫
সিদ্দিক জোবায়ের

সদস্য
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১ শ্রাবণ ১৪৩২
১৬ জুলাই ২০২৫

বাণী

১৬ জুলাই, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ইতিহাসের এক নব অধ্যায়ের সূচনাবিন্দু। এই দিনেই ২০২৪ সালে শহিদ আবু সাঈদ তাঁর তরুণ প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন বৈষম্যহীন, ন্যায্য ও মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণের চূড়ান্ত প্রত্যয়ে।

আবু সাঈদের আত্মবিসর্জন আমাদের নতুন করে ভাবিয়েছে- রাষ্ট্রের কাঠামো, নাগরিক অধিকার ও শিক্ষার সংস্কার নিয়ে। আজ, ১৬ জুলাই ২০২৫, যখন আমরা তাঁর প্রথম শাহাদাৎ বার্ষিকী স্মরণ করছি এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে 'জুলাই শহীদ দিবস' পালন করছি, তখন সময় এসেছে এই আত্মত্যাগের তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করার।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল একটি সজাগ, সচেতন ও যুক্তিসঙ্গত প্রজন্মের কণ্ঠস্বর। আবু সাঈদ ছিলেন এই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। তিনি ছিলেন বিদ্যার্থী, পাঠক, চিন্তক এবং সর্বোপরি একজন সাহসী মানবিক নাগরিক-যিনি বুঝতেন, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে ন্যায়বিচার অনুপস্থিত থাকলে সেটি কেবল ক্ষমতার প্রয়োগের জায়গা হয়ে ওঠে।

আবু সাঈদের আত্মদান আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন রেখে গেছে-আমরা কী ধরনের সমাজ চাই? কেবলমাত্র কাগজে কলমে উন্নয়ন, নাকি ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মানবিক রাষ্ট্র? এই প্রশ্নের উত্তর যদি সত্যিই দিতে চাই, তবে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কাঠামোতে মৌলিক পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষা যেন কেবল ডিগ্রিপ্রাপ্তির সিঁড়ি না হয়ে উঠে; বরং তা যেন নাগরিক ভাবনার উন্মেষ ঘটায়। নৈতিক চেতনা জাগায় এবং একজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে শেখায়-এমন সমাজই চাই যেখানে মানুষ নয়, মানবিকতা হবে সর্বোচ্চ দিক।

আজকের বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র গবেষণার পরিমাণ বা কর্মসংস্থানের সুযোগ নয়-চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষাকে নাগরিক সক্ষমতায় রূপান্তর করা। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ধাপে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে, শিক্ষার্থী যেন কেবল একজন দক্ষ কর্মী হয়ে না ওঠে, বরং হয়ে ওঠে সচেতন ও দায়বদ্ধ একজন নাগরিক।

শহিদ আবু সাঈদ তার জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, একজন শিক্ষার্থীর মেধা ও মনন কিভাবে একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমি এই দিনটিতে শহিদ আবু সাঈদকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এবং তাঁর আত্মত্যাগকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। একইসাথে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই মহতী আয়োজনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, বিশেষ করে এই স্মরণিকার উদ্যোগ গ্রহণ করায়।

ড. মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খান

উপাচার্য
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

১ শ্রাবণ ১৪৩২
১৬ জুলাই ২০২৫

বাণী

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সূত্র ধরে ২০২৪ সালে যে অভূতপূর্ব ছাত্র গণজাগরণ দেখা দেয়, তা ছিল ইতিহাসের এক মোড় ঘোরানো ঘটনা। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তরুণ প্রজন্ম যখন দেশজুড়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে, তখন শহিদ আবু সাঈদ হয়ে ওঠেন সেই জাগরণের সম্মুখ যোদ্ধা। তিনি শুধু নেতৃত্ব দেননি, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন-বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ার স্বপ্নে, সেই স্বপ্নের জন্য প্রাণ দিতেও দ্বিধা করেননি।

আবু সাঈদের প্রিয় বিদ্যাপীঠের উপাচার্য হিসেবে আমি এই ক্ষণজন্মা শহিদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সেই মেধাবী ছাত্র, যার সত্তা এখন বইছে জাতির শিরায়-শিরায়। আবু সাঈদের আত্মত্যাগ আমাদের জন্য যেমন গৌরব, তেমনি এটি দায়িত্বও বয়ে এনেছে-তার স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দেওয়ার জন্য।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি সেই সব সাহসী শিক্ষার্থীদের, যারা জুলুমের বিরুদ্ধে এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিল। আমি শ্রদ্ধা জানাই দেশের আপামর জনতাকে, যারা এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার আশায় সংহতি প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা জানাই শহিদ আবু সাঈদের পরিবারকে, তাদের বুকের মানিক হারিয়ে যাওয়ার বেদনা আজ জাতীয় গৌরবে পরিণত হয়েছে।

এই স্মরণিকা শহিদ আবু সাঈদের স্মৃতিকে ধারণ করবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে, কিভাবে এক তরুণ ছাত্র তাঁর আত্মত্যাগে বদলে দিয়েছিল সময়ের স্রোত। আমি এই উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদ এবং যারা নানা তথ্য-উপাত্ত ও চিত্রে সমৃদ্ধ করেছেন এটি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকল অংশীজনের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে আমি জুলাই শহিদ দিবসের কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. মোঃ শওকাত আলী